# বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
# পঞ্চম সম্মিলন ও সাধারণ সভা ১৯-২০ ডিসেম্বর ২০২৫

## কার্যবিবরণী

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ শুক্রবার বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের পঞ্চম সম্মিলন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা দেশের আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সবার নিরাপত্তা ও দুর্দৈব থেকে মুক্তির জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদেও সম্মিলন অনুষ্ঠান দুদিন থেকে একদিনে নামিয়ে আনতে হয়। বস্তুত, আমাদের দুদিনের কাজ একদিনে গুটিয়ে ফেলার তাৎক্ষণিক আয়োজন সম্পন্ন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তবুও তা করতে বাধ্য হই। এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির জন্য আমাদের কারোরই কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তবুও চরম হতাশার মধ্যে আমরা আগামীর আনন্দপ্রত্যাশী হয়ে সম্মিলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো একদিনে অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বরে দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। প্রসঙ্গত, আপনারা জানেন এর আগের চতুর্থ দ্বিবার্ষিক সম্মিলনটি গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে গঠনতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

পঞ্চম সম্মিলন শুরুর আগের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ্ কলাভবন চত্বরে অ্যালামনাইয়ের জ্যেষ্ঠ অ্যালামনাসগণ বেলুন ও বাদ্য বাজিয়ে সম্মিলনের আগাম উদ্বোধন-পর্ব সম্পন্ন করেন। এ সময় শত শত অ্যালামনাস উৎসবমুখর পরিবেশে আলোকোজ্জ্বল এ দুন্দুভী উপভোগ করে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অ্যালামনাসরা ডীনস্ কমপ্লেক্সে কীটস সংগ্রহ করেন এবং উৎসবে মেতে ওঠেন। আকর্ষণীয় শাড়ি, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, উত্তরীয়, নতুন বছরের ডেস্ক ক্যালেন্ডারসহ নিজ নিজ ডিজিটাল পরিচিতি কার্ড ও দুটো প্রকাশনায় অভিষিক্ত হয়ে সকলের মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। এ-পর্যায়টি ছিল অত্যন্ত স্মৃতিমুগ্ধ এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শিক প্রতীক।

প্রথম দিন ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল ১০-০০টায় পতাকা উড়িয়ে সম্মিলনের উদ্বোধন করেন বাংলা অ্যালামনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি আপেল আবদুল্লাহ। একইসঙ্গে অ্যালামনাইয়ের সভাপতি কবি জামিল রায়হান বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় প্রতিকূলতার ভেতরেও 'মতিহার বাংলা' উদ্বোধনী সংগীতের ভেতর দিয়ে বেলুন ও ড্রামবীট বাজিয়ে উদ্বোধন ঘোষণার পর মূল কার্যক্রম শুরু হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র মুখরিত চত্বরে এ সময় নেমে আসে পোশাক পরিহিত অ্যালামনাসদের বর্ণাঢ্য উৎসব। এরপর সকলে টিএসসিসি অডিটরিয়ামে প্রবেশ করে এবং বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই সভাপতি কবি জামিল রায়হানের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমেই শোকপ্রস্তাব ও দেশের আত্মত্যাগী শহিদদের জন্য নীরবতা পালন করা হয়। এরপর  সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাদের কার্যকালের আয়-ব্যয় বিবরণী উত্থাপন করেন। পরে অ্যালামনাইয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত আলোচনা। এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর মোহাম্মদ মাইনুদ্দীন ও উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) প্রফেসর ফরিদউদ্দীন খান এবং আলামনাইয়ের উপদেষ্টাগণ, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়কসহ শতাধিক অ্যালামনাসের উপস্থিতিতে কলাবিদ পুরস্কার, শিক্ষার্থীদের বৃত্তিপ্রদান পর্বের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।  দুপুর পর্যন্ত এ কার্যক্রম সকলেই উপভোগ করেন। কার্যত, এরপরই আমাদের পরের দিনের কার্যক্রম গুটিয়ে জুম্মার নামাজ ও খাবার বিরতির পর শুরু করতে হয়। এ পর্যায়ে কল্যাণ তহবিল বিষয়ক আলোচনা ও কার্যকরী অধিবেশনের নির্বাচনী-পর্বটি ছিল অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কবি আপেল আবদুল্লাহর দৃঢ়োচিত পদক্ষেপে প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ টাকার আন-অফিসিয়াল প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার ঘোষণা করেন অ্যালামনাসবৃন্দ। অনেকেই এ বিষয়ে উষ্ণ অনুভূতিও ব্যক্ত করেন। দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাজনিত অস্থিরতা ও আশঙ্কার ভেতরেও সকলে কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন ও কল্যাণ তহবিলের প্রবিধানমালা সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

কল্যাণ তহবিলের কর্মপ্রক্রিয়া ও গঠনতান্ত্রিক কার্যক্রম শেষ হলে বিকেল ৪-০০টায় বসে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের কাজ। এ-লক্ষ্যে পুরো সভা-কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের হাতে অর্পণ করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট এলিনা খানসহ নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ নির্বাচন প্রক্রিয়া হাউজকে অবহিত করেন। এবং এ পর্যায়ে গঠনতান্ত্রিক বিধি মেনে বক্তব্য উপস্থাপনের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না-থাকায় তিনি একক প্যানেলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নাম ঘোষণা করেন। এবং সর্বসম্মতভাবে এ নির্বাচনের পর্ব সম্পন্ন হলে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্য থেকে দুজন সদস্য এবং একজন বিভাগীয় সম্পাদকের আসন শূন্য রেখে মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেন। এ-কমিটি ঘোষণা হলে তা সকলের সমর্থনে গৃহীত হয়। এরপর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে নবনির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে শহীদ ইকবাল, মোহাম্মদ মাহবুব আলম ও মানিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ওই তিনজনের মনোনয়নের ভার কমিটির নতুন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের ওপর অর্পণ করেন। নির্বাচন কমিশনের গঠনতন্ত্রিক কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়ে এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য সকলেই নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এই কার্যক্রম শেষ হলে সন্ধ্যার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে নৈশভোজের মধ্য দিয়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে পঞ্চম সম্মিলনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

**সভার সিদ্ধান্ত**

ক) বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই কল্যাণ তহবিল বিষয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রায় তের লক্ষ টাকার অনুদান প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়। নগদ অর্থও প্রদান করেন কয়েকজন অ্যালামনাই সদস্য। সভায় বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই কল্যাণ তহবিল প্রবিধানমালা কিছু সংশোধনীসহ সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়, যা আগামী কার্যনির্বাহী সভায় পূর্ণাঙ্গ কমিটির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে।

খ) গঠনতন্ত্রের কার্যবিধি অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৬-২৭) গঠনের কার্যক্রমের আওতায় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারারসহ একক প্যানেলের বিভিন্ন পদ ও সদস্যগণের নাম ঘোষণা করেন। এবং তা সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

পরিশেষে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সভাপতি কবি জামিল রায়হান অভিভাষণ দেন এবং নির্বচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে তিনি নতুন ৫ম কার্যনির্বাহী কমিটির সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করেন। পরে সাধারণ সম্পাদক সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং নৈশ ভোজ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আমন্ত্রণ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
**রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়**

সভাপতি
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
**রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়**